দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 0 2 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতা প্রদানের বৈষম্য অবসানের জন্য কিছু কথা

১৯৮০ সালের পূর্ব হতে যেসব শিক্ষক অনাহারে, অর্ধাহারে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হালধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রেখেছেন, জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে জীবন-যৌবন, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা সর্বস্ব কিছু উৎসর্গ করে ২০০০ সালের পূর্বে বা পরে অবসর গ্রহণ করেছেন, তাদের বাকি জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ডাল-ভাত, থাকার ঠাঁই, চিকিৎসা ও তার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের প্রশ্নটিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। সরকার বয়স্কদের বয়স্কভাতা দিচ্ছেন। অথচ শিক্ষক শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করার পরও অবসরভাতা পাননি। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন অবহেলিত, লাঞ্ছিত। স্বল্পবেতনে শিক্ষকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল নাজুক। এ স্বল্পবেতনের

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

কারণে অনেকেই শিক্ষকতা করতে চাইতেন না। বেশী বেতনের কর্মসংস্থান বেছে নিতেন। এ অবস্থা বহুকাল-বহু যুগ ধরে চলে আসছে। ১৯৮০ সালে সরকারীভাবে জিয়াউর রহমান সরকার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের একটি বেতনস্কেল চালু করে শতকরা ৫০ ভাগ দিতে আরম্ভ করেন। ধাপে ধাপে বর্তমানে ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৪৫ বা ৪৭ বছর পূর্বে ০৪-০১-০৫ তারিখের জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রথম পাতায় শীর্ষ সংবাদ হিসেবে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতা সম্পর্কিত যে সংবাদটি প্রকাশ হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, ২৪-০১-০২ তারিখের পূর্বে অর্থাৎ ২৩-০১-০২ তারিখের হতে অতীতে অবসর গ্রহণকারী বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীগণ অবসরভাতা হতে বঞ্চিত থাকবেন।

সরকারী-আধাসরকারী চাকরিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীরা অবসরভাতা পাচ্ছেন। সরকার বয়স্কদের বয়স্ক ভাতা দিচ্ছেন। অথচ বেসরকারী শিক্ষকগণ আদর্শ পেশা হতে অবসর গ্রহণ করে যারা ২০০২ সালের ২৪ জানুয়ারীর পূর্বে অবসর গ্রহণ করেছেন, অবসরভাতা হতে তারা হবেন বঞ্চিত। এর চেয়ে দুঃখ ও বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে? মনে হয় ঐ সময়ে শিক্ষকতা করাই ছিল তাদের জন্য অপরাধ। এ বৈষম্যও অযৌক্তিক।

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতা দেয়া হবে বলে ১৯৮০ সাল হলে শতকরা দু'টাকা মূল বেতন হতে কেটে নেয়া হয়েছে। বেগম খালেদা সরকার ২০০২ সালের ২৪ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে ৫ জন অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষকের মধ্যে অবসরভাতার চেক বিতরণ করে উক্ত কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। এটা ছিল শিক্ষার উন্নয়নের সুমহান পদক্ষেপ। যে ৫ জন শিক্ষক অবসরভাতা পেয়েছেন তারা ২৪-০১-০২ তারিখে অবসরগ্রহণ করেননি। তারা অবসরগ্রহণ করেছেন ২০০১ সালে অথবা তৎপূর্বে। অর্থাৎ একই দিনে তারা অবসরগ্রহণ করেননি। ৫ জন শিক্ষকের মধ্যে যিনি প্রথম অবসরগ্রহণ করেছেন তার অবসর সময় থেকে ২৩-০১-০২ তারিখ পর্যন্ত হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অবসরগ্রহণ করেছেন। এরা কোন দোষে, কোন কারণে অবসরভাতা হতে বঞ্চিত হবেন, তার কোন যুক্তি নেই।

১৯৮০ সাল হতে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের কার্যকাল ধরা হবে বা হয়েছে। যারা ১৯৮০ সালের পূর্ব হতে সরকারী অনুদান পেয়ে ১৯৯৫ সালে বা তৎপূর্বে বা পরে অবসর গ্রহণ করেছেন, তারাই বা কেন অবসরভাতা হতে বঞ্চিত হবেন?

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং এসআরও ৩২২-আইন/৯৯, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৮ নং-আইন)-এর ধারা ১৬তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধানমালা প্রণয়নে উল্লেখ আছে-

"(ক) এ প্রবিধানমালা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

(খ) ইহা ১লা জুলাই, ১৯৯০ ইং তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। প্রবিধানমালাতে ১৯৯০ সন হইতে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতা কার্যকর করার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে বিধায় উক্ত তারিখ হইতে কার্যকর হইবে- এটাই যুক্তি ও বিধিসম্মত।"

পরিশেষে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত নিবেদন- এ দেশের অবসরপ্রাপ্ত বঞ্চিত হাজার হাজার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতা প্রদানের বিষয়ে কোনরূপ বৈষম্য না করে যেসব শিক্ষক-কর্মচারী অবসরে গিয়েছেন প্রবিধানমালা অনুযায়ী তাদের ১৯৯০ সাল হতে অবসরভাতা প্রদানের আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ন্যায়নীতিভিত্তিক সুষম ব্যবস্থা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

-মোঃ দেলোয়ার হোসেন,
গ্রাম : কালিকাপুর, ডাকঘর : নলুয়া,
চাঁদপুর, উপজেলা : বরুড়া, জেলা : কুমিল্লা।